

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নতুন ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করেছে

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা কম্পিউটারায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০০ সাল থেকে গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্‌র তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকে নতুন নতুন কর্মসূচি সংযোজিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং জোরদার করেছে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো এতবড় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য মনিটরিং বিষয়টি দ্রুত ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। মানুষালি হিসাব নিকাশে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সঠিক তথ্য কর্তৃপক্ষের অগোচরে থেকে যায়। গত জুন '০৭ মাস থেকে কম্পিউটারে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীদের প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ করা শুরু হয়। এতে গ্রামীণ ব্যাংকের এখানে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি মুখ্য নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে মেয়াদোত্তীর্ণদের নিকট থেকে বকেয়া টাকা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ। ইতিমধ্যে অনেক যোন মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণী উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। যেসব যোন অনিয়মতান্ত্রিক পথে মেয়াদোত্তীর্ণ ঠেকাতে চাচ্ছে তাদের সাথে কম্পিউটারায়িত সিস্টেমের সংঘাত বাধলো, অপারেটরগণ নিয়ম বহির্ভূত কাজ না করার জন্য বেঁকে বসলো। নৈতিক দায়িত্বের কারণে এ ধরনের বেঁকে বসা, ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নয়। যে শুরু দায়িত্ব তারা মাথায় নিয়েছে শত প্রতিশ্রুততার মধ্যে সেটা এগিয়ে নিচ্ছে। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ব্যাংক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণদের আখাম তথ্য প্রদান করার জন্য সন্ধ্যা ৬ পরবর্তী মাসে যে সব সদস্য মেয়াদোত্তীর্ণ হবে তা তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র হতে তালিকা প্রিন্ট করে শাখায় পাঠানো হচ্ছে। এতে কেন্দ্র

ব্যবস্থাপকগণ আরও তৎপর হয়েছেন বকেয়া পাওনা আদায়ে। ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিকভিত্তিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের মনিটরিং করার ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণী সকলের নজরে এসেছে। চুক্তিমাণে স্থানান্তর বন্ধ করায় কম্পিউটার অপারেটরগণ এক বিরাট যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

জুন ও মাসতামামী অনেক সহজে সম্পন্ন হচ্ছে

২০০৫ সালে টাংগাইল য়োনে পরীক্ষামূলকভাবে কম্পিউটারায়িত সিস্টেম থেকে মাসতামামী প্রক্রিয়াকরণ শুরু করা হয়। বর্তমানে কম্পিউটারায়িত শতভাগ শাখায় মাসতামামী নিয়মিত করা হচ্ছে। জুনতামামী ও সালতামামী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ কমিউনিকেশানস্ বৌখ উদ্যোগে প্রায় সকল য়োনের কম্পিউটার অপারেটরদের নিয়ে তামামী কর্মশালা আয়োজন করা হতো। জুনতামামী '০৮-এ এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, এবারের জুনতামামীতে কোন কর্মশালা আয়োজন করতে হয়নি।

গ্রামীণ ব্যাংক জেনারেল হিসাবের সুদ ক্যালকুলেশন করা একজন দক্ষ হিসাব-রক্ষকের জন্যও কষ্টকর। অনেক খাতের প্রোভাট বিয়োগ করে সুদের হিসাব বের করা একজন নবীণ কম্পিউটার অপারেটরের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। বিভিন্ন খাতের প্রোভাট শীট প্রিন্ট করে MS Excel প্রোগ্রামের ক্যালকুলেশন শীটে এন্ট্রি করে মাসতামামীর ভাউচার তৈরী করতে হতো। এতে মাসতামামীতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা এবং ইচ্ছাকৃত ভাটা মানুষুলেশন করার সুযোগ ছিল। এ কারণে মাসতামামী অটোমেশন করার পরামর্শ দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ

কমিউনিকেশানস্। অবশেষে অটো মাসতামামীর একটি মডিউল তৈরী করতে সক্ষম হন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ইমপ্রিমেণ্টেশন। Accounting সিস্টেমের File মেনুর মধ্যে Monthly Closing নামে একটি মেনু সংযোজন করা হয়েছে। মাসের শেষ তারিখে GBanker থেকে Loan Closing Summary, Saving Closing Summary এবং Provision প্রিন্ট করার পর হিসাব সিস্টেমে গিয়ে Month Closing ক্লিক করলে অটো তামামীর ভাউচার তৈরী হয়ে যাবে। কোন প্রোভাট শীট বের করতে হবে না বা কোন প্রোভাট বিয়োগ করে বসানোর প্রয়োজন নেই। এখন একটি শাখায় মাসতামামী করতে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট। ভায়াপ্রায় যোন সুপারভাইজারদের এবিধয়ে একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাঁরা তথ্য কেন্দ্রে গিয়ে হাতে-কলমে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন। জুলাই '০৮ মাস থেকে প্রতিটি য়োনে ১টি করে তথ্য কেন্দ্রের অটো মাসতামামী করা হয়েছে।

কু-ঋণের ফোরকাস্টিং সংযোজন

গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা থেকে ইতিপূর্বে মানুষালি কু-ঋণ ঘোষণা করা হয়ে আসছিল। প্রতিশ্রুতি ক্যালকুলেশনের মত কু-ঋণী নির্ধারণ করা খুবই জটিল প্রক্রিয়া। বর্তমানে জি-ব্যাংকার ৪.০ সিস্টেম থেকে সম্ভাব্য কু-ঋণীর তালিকা (Going to be Contractible Loan-2) তৈরীর জন্য একটি মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এতে করে শাখা সম্ভাব্য কু-ঋণীদের সাথে আলোচনা করে কু-ঋণযোগ্য টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পারবে তেমনি কু-ঋণ ঘোষণার যোগ্য কোন সদস্য বাদ পড়ে যাচ্ছেন কি না তাও নিশ্চিত হওয়া যাবে। ■

মাঠ পর্যায়ে তদারকীর দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১৩-১৪ এবং ২০-২১ জুলাই ২০০৮ দু'দিন ব্যাপী ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্যের মাধ্যমে উক্ত কর্মশালা উদ্বোধন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, অধিক কার্যক্রম করে গড়ে তোলা, সাংগঠনিক আচরণ, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ইত্যাদি আলোচিত হয়। তাছাড়াও সিস্টেম থেকে অটোমেশনের মাধ্যমে মাসতামামী, কু-ঋণের ব্যালেন্সের পরমিল নিরসন এবং

অটোমেশনের মাধ্যমে কু-ঋণযোগ্য ঋণীদের তালিকা প্রদান, মাটর গ্রুপ রেজিস্টারের অসম্পূর্ণ তথ্য আপডেট, তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র পরিদর্শন সংক্রান্ত চেকলিষ্ট, ফোরকাস্ট, ওভারভিউ প্রতিবেদন তৈরির পদ্ধতি, প্রতিশ্রুতি, ১৫ নং ফর্ম, বকেয়া সার্ভিস বিল/ডিডি প্রেরণ সংক্রান্ত আলোচনা, কম্পিউটার টেশনারি সংরক্ষণ ও ব্যবহার পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়। ■

গ্রামীণ ব্যাংকার সিস্টেমের নতুন সংস্করণ

১৯৯৮ সাল থেকে শুরু করা সিস্টেমটি সময় ও প্রয়োজনের নিরিখে বহুবার সংশোধন এবং সংযোজন করা হয়েছে। সংশোধিত এবং সংযোজিত বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে সিস্টেমের ভেতর/বাহিরে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। নতুন সংস্করণে ঐ বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলোকে সমন্বিত রূপ দেয়া হয়েছে। সমন্বিত বিষয়গুলো হলো : Portfolio, Deposit Banking, Payroll, Inventory, Fixed Assets এবং Accounts।

গ্রামীণ ব্যাংকার-৫.০ সিস্টেমটি তৈরিতে MSSQL 2000 সার্ভার Back-end Database এবং Visual Basic 6.0 ৩ Front-end Scripting ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিবেদন তৈরিতে Crystal Report 8.5 ব্যবহার করা হয়েছে।

সিস্টেমের Lab Test সহ প্রয়োজনীয় ডাটাই শেষে গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহে Install এর উদ্যোগ নেয়া হবে। ■



মাদারীপুর যোনের শাখা কম্পিউটারায়নে সফলতা

আবদুস সালাম
যোনাল ম্যানেজার

১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে ৩টি মাস এরিয়ার ২৯টি শাখা নিয়ে এ যোনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩টি এরিয়ার তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নিয়েই যোনের যাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকেই যোনের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। যোনের কার্যক্রম বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত নতুন নতুন শাখা খোলার প্রয়োজনে এরিয়া সংখ্যাও বাড়তে হয়েছে আর বেড়েছে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সংখ্যা। ডিসেম্বর '০৬-এর মধ্যেই ৩৬টি নতুন শাখা খোলা হয় যা সমগ্র বাংলাদেশে শাখা খোলার দিক থেকে সর্বোচ্চ।

শাখা কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আমি শাখা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনকালীন সময়ে উভয় পক্ষের সর্বাঙ্গীণ সকলের সাথে বৈঠক করে তাঁদের সমস্যাগুলো বুঝার চেষ্টা করি। সমস্যাগুলো নিয়ে এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকদের রিভিউ মিটিং এ ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে থাকি। এর আলোকে সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধান কি হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা জবাবনা করতে থাকি। সামগ্রিক উপলব্ধি থেকে নতুন শাখাগুলোর কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথে কম্পিউটারায়নের আওতায় নিয়ে আসি। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কোন কাজটি কখন করাবো সে ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এক্ষেত্রে আমাদের পর্যায়ক্রমিক ৩টি পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ:

- মাস্টার গ্রুপ রেজিস্টার তিক করা;
- নির্ভুল কালেকশন শীট সকল শাখায় সময়মতো সরবরাহ করা;
- সকল শাখায় সঠিক ব্যালেন্স (২৭ নং ফরম ধরে) নিশ্চিত করা।

পরবর্তী পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের শাখা কম্পিউটারায়ন সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের ফটোকপি আমরা সকল শাখা, এরিয়া ও

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে সরবরাহ করি। এতে করে কাজের গতি ও জবাবদিহিতা দুটোই বৃদ্ধি পেল। একই সংশ্লিষ্ট যোনাল অডিট অফিসও আমাদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছে। তারা তাদের নিরীক্ষা রিপোর্টে নিয়মিতই শাখার ব্যালেন্স, ও.ডি. ও কালেকশন শীটের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছে। ফলে শাখা ও এরিয়া তাদের তুল-ত্রাতি শোধরূপে একদিকে যেমন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছে, অন্যদিকে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সহকর্মীরাও তাঁদের কাজ আপ-টু-ডেট রাখতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে আমাদের অগ্রগতি ছিল অভাবনীয়। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সকল শাখায় ১৫ নং ফরম তৈরি করেছে, তবে ১৫ নং ফরম এখনও সম্পূর্ণ সঠিকভাবে দিতে পারছে না। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

অটো ১৫ নং ফরম চালু করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকে প্রথম কয়েকটি কর্মশালা আয়োজনের ক্ষেত্রে মাদারীপুর যোনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ কর্মশালা গত ১০ই মে ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগ প্রধান, অবলোকন ও মূল্যায়ন উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় পৃথীত সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে যোনে ১৫ নং ফরমের কাজ আপ-টু-ডেট করা হচ্ছে। বর্তমানে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের যোন সুপারভাইজার এবং যোনাল অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শন এবং তুল-ত্রাতি চিহ্নিত করে সংশোধনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক প্রতিবেদন আমরা ইতিমধ্যে এরিয়া থেকে ম্যানুয়্যালি তৈরি বন্ধ করে দিয়েছি, শাখাও এরিয়া অফিসে ম্যানুয়্যালি সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রেরণ বন্ধ করেছে। ফলে একদিকে তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে শাখা পর্যায়ে সহকর্মীদের অনেক সময় সাশ্রয় হয়েছে। ■

চাঁদপুর যোনের ব্যালেন্স মিলিকরণের উদ্যোগ

মোঃ বাবুল হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজার

“ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়” এই উক্তিটি আরো একবার প্রমাণিত হলো চাঁদপুর যোনের ব্যালেন্স গরমিল নিরসনের ক্ষেত্রে। সমস্যা যত পর্বত সমান কঠিনই হোক না কেন সাহসী উদ্যোগ, অদম্য মনোবল, আন্তরিক প্রচেষ্টা, যথার্থ পরিকল্পনা, সময় উপযোগী পদক্ষেপ, নিরবচ্ছিন্ন মনিটরিং, ফলোআপ এবং যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে কঠিন সমস্যাও সহজেই সমাধান করা সম্ভব। গ্রামীণ ব্যাংক একটি নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র-ঋণ পদ্ধতি সমাদৃত ও প্রচলিত। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বের আরো অনেক দেশ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। প্রতিদিন ব্যাংকের ২,৫১২টি শাখায় লক্ষ লক্ষ সদস্য তাদের জীবনের কঠোরার্জিত শেখ সঞ্চয়টুকু গ্রামীণ পর্যায়ে অধিকতর নিরাপদ হিসেবে আমানতে জমা করেন। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা হতে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে তাদের তাগের টাকা পরিবর্তন করার জন্য কঠোর সঙ্গ্রামে লিপ্ত। এছাড়াও শাখা পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ গ্রামীণ পরিবেশে উপার্জনের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় টাকা জমা রাখেন। তথ্য প্রযুক্তির এই আধুনিক যুগে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য, অসদস্যদের ঋণ ও আমানতের হিসাবের এই গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেছে গ্রামীণ কমিউনিকেশনস।

কিন্তু চাঁদপুর যোনের আওতাধীন ৫৪টি শাখার মধ্যে জানুয়ারি '০৮ মাস পর্যন্ত ৩৪টি শাখার ঋণ ও আমানতের ব্যালেন্সের গরমিল ছিল। ব্যালেন্স গরমিল মিলিকরণের জন্য বার বার চেষ্টা করা হলেও যথাযথ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করার কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরবর্তীতে সর্বাঙ্গীণ সকলের সহযোগিতায় গ্রামীণ কমিউনিকেশনস ব্যালেন্স মিলিকরণের কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ কঠিন কাজটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার জন্য একাধিক দল গঠন করে কখনো সদস্যের বাড়ীতে, কখনও শাখায় কম্পিউটার স্থাপন করে, কখনো তথ্য কেন্দ্রে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তবে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের ইউনিটের প্রধান, ইমগ্রিমেন্টেশন এবং যোন-ইন-চার্জগণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে ব্যালেন্স মিলিকরণের কাজটি ত্বরান্বিত করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি মহাব্যবস্থাপক, কেন্দ্রীয় হিসাব, অবলোকন ও মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষণ এর মহাব্যবস্থাপক মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের বিভাগ প্রধানগণ প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিনিয়ত ব্যালেন্স মিলিকরণের বিষয়টি তদারকি করেছেন। যোনাল ম্যানেজার চাঁদপুর মহোদয়ের একাগ্রতা ও সার্বক্ষণিক মনিটরিং, সহযোগিতা, অডিট অফিসার, এরিয়া ম্যানেজার, জেজমান অফিসার, শাখা ব্যবস্থাপক, কম্পিউটার অপারেটরগণসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক চেষ্টা ও সহযোগিতার ফলে এপ্রিল ২০০৮ মাসে ৩৪টি শাখার মধ্যে ৩২টি শাখার ব্যালেন্স পার্থক্য সম্পূর্ণ নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সকল পর্যায় থেকে এক সাথে কাজ করলে সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন সমাধান অতি সহজ। ব্যালেন্স গরমিল নিরসনের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালে নির্ভুল ব্যালেন্সের মডেল যোন হিসেবে চাঁদপুর যোন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। ■

শ্রেষ্ঠ তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহের উদ্যোগে বনভোজন

২০০৬ সালে ১০টি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পুরস্কারের অর্থ নিয়ে সংশ্লিষ্ট যোনের সকল কম্পিউটার অপারেটরগণ বনভোজনের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে যোনাল ম্যানেজার মহোদয়সহ এরিয়া ম্যানেজারগণ উপস্থিত ছিলেন। গত ১৪ই এপ্রিল '০৮ তারিখে মুন্সিগঞ্জ যোনের আওতাধীন তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহের সকল অপারেটর এবং তাঁদের পরিবার পরিজন নিয়ে সোনারগাঁয়ে বনভোজনের আয়োজন করে। গ্রামীণ কমিউনিকেশনস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যোনাল অডিট অফিসারের মৃত্যুতে মুন্সিগঞ্জ যোনের যোনাল ম্যানেজার মহোদয় উপস্থিত থাকতে পারেননি। শোকাহত পরিবেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাস দেয়া হয়।

বড়ড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর যোন স্বপ্নপুরী, দিনাজপুরে, খুলনা যোন খুলনার শিলাতলা ক্যান্টনমেন্টে, নোয়াখালী যোন চট্টগ্রামের গিয়া কমপ্লেক্সে, টাংগাইল যোন এলেংগাতে, বিরাজগঞ্জ যোন ফ্যাটসি কিংডমে বনভোজনের আয়োজন করে। ■



ফরিদপুর যোনের এরিয়া নির্বাহীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

মোঃ গোলাম সারোয়ার খান
যোনাল ম্যানেজার

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কম্পিউটার সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত

ফরিদপুর যোনের সকল এরিয়া ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম অফিসারদের অংশগ্রহণে গত ১৬ ও ১৭ই মে '০৮ তারিখে স্থানীয় পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সফল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্, প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত এবং অত্র যোনের যোন-ইন-চার্জ জনাব শেখ মোঃ সাইদুল আমান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন যোনের ভারপ্রাপ্ত যোন সুপারভাইজার জনাব শাকের কুমার সরকার। আমি নিজে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে এর পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করি। এছাড়াও যোনের অডিট অফিসার জনাব শেখ মোঃ রুহুল আমিন এবং যোনাল অফিসের প্রশাসন, হিসাব ও অবলোকন ইউনিটের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল করার জন্য যোনাল অফিস, যোনাল অডিট অফিস এবং যোনের ২টি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র হতে মোট ১০টি কম্পিউটার সংগ্রহ করা হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বড় অধিকে তুলে ধরার সুবিধার্থে একটি প্রজেক্টরেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। প্রায়োগিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রতি এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার ও প্রোগ্রাম অফিসারদের জন্য ১টি এবং যোনাল ম্যানেজার ও যোনাল অডিট অফিসারদের জন্য ১টি করে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছিল।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে কম্পিউটার শেখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়গুলো তুলে ধরে সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিকতার সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের বিরাট সুযোগ কাজে লাগানোর পরামর্শ দেই। প্রথমেই কম্পিউটার সিস্টেমের প্রাথমিক ধারণা দেয়ার পাশাপাশি কম্পিউটারের প্রত্যেক অংশের পরিচিতি তুলে ধরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরবর্তী বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কম্পিউটার স্থাপনা, কী-বোর্ড, মাউস, সি.পি.ইউ., মনিটর, রাম, মাদার-বোর্ড এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। বিদ্যুৎ বিভাগে ব্যবহৃত ইউ.পি.এস. সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ও এর সমস্যা করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে প্রশিক্ষক জনাব সাইদুল আমান কালেকশন শীট, ভাউচার, ডেইলি সামারী শীট, পূর্ণ

যত্ন সহকারে ব্যবহার করলে হার্ডওয়ার সামগ্রীর লাইফ বাড়বে

প্রিন্টারে কাগজ জড়িয়ে গেলে লক না খুলে শক হাতে টেনে বের করলে পেনিয়াম ভেঙ্গে যেতে পারে। ফলে পেপার ছিড়ে যেতে পারে। জড়িয়ে যাওয়া কাগজ নরম হাতে লক খুলে বের করলে প্রিন্টারের লাইফ বাড়বে। বগড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের LBP-2000 প্রিন্টারটি ছোট ছোট যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াই এ যাবৎ সার্ভিস দিয়ে আসছে। প্রিন্টারটি থেকে এ পর্যন্ত ৮ লক্ষ পেজ প্রিন্ট পাওয়া গেছে। এ জন্য বগড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সকল কম্পিউটার অপারেটরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হলো। সেই সাথে প্রিন্টার ব্যবহারে সকলে আরো যত্নবান হলে নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

পরিশোধ, ক্যাশ-বুকসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি নিয়ে আলোচনা করেন। ভাউচার থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রতিবেদনসমূহ তৈরি করার প্রায়োগিক ধারণা দেয়া হয়।

প্রথম পর্বে Microsoft Word ও Microsoft Excel এর প্রাথমিক ধারণাসহ পরিচালনা পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জি-ব্যাংকার ৪.০, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদনসমূহ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। সেই সাথে লোন কালেকশন শীট, সেভিংস কালেকশন শীট, জিপিএস কালেকশন শীট, মাসিক লোন তামামী, মাসিক সেভিংস তামামী, মাসতামামী, সালতামামীর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রিন্ট-আউট নেয়ার সহজ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর পর প্রতিশন ব্যাংক/রিজার্ভ, অনিয়মিত ঋণের তথ্য বের করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শেষে হাতে-কলমে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রিন্ট-আউট নিয়ে দেখানো হয়। দুই দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে গ্রামীণ ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং ও অন্যান্য কাজের জন্য যে সমস্ত প্রতিবেদন প্রয়োজন হয় মূলতঃ সেগুলো কম্পিউটারভিত্তিক সিস্টেম থেকে তৈরি ও প্রিন্ট-আউট নেয়ার ব্যাপারে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে বলে অংশগ্রহণকারী সকলে স্বীকার করেন। উল্লেখ্য যে, ৩ জন এরিয়া ম্যানেজার ও ২ জন প্রোগ্রাম অফিসার পূর্ব থেকেই কম্পিউটার চালানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলেও বাকিরা কোনদিন কম্পিউটারের পাশেও বসেননি। অথচ মাত্র দুই দিনের প্রশিক্ষণে কম্পিউটার পরিচালনার বিষয়টি রঙ্গ করার পাশাপাশি কম্পিউটার সিস্টেম থেকে কি কি প্রতিবেদন পাওয়া যাবে এবং কিভাবে সেগুলোর প্রিন্ট-আউট নেয়া সম্ভব সে ব্যাপারে অনেকটাই স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গেছে। এ প্রশিক্ষণ এরিয়া ম্যানেজার এবং প্রোগ্রাম অফিসারগণকে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে পেতে সর্বেষা সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

সম্ভাব্য মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীদের আগাম তথ্য প্রদান

ফেব্রুয়ারি '০৮ এর যোনাল ম্যানেজার ও যোনাল অডিট অফিসার সম্মেলনে গ্রামীণ ব্যাংকের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সম্ভাব্য মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীদের আগাম তালিকা প্রদানের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে ফোরকাস্টিং ওভারভিউ রিপোর্ট জি-ব্যাংকারে সংযুক্ত করা হয়। প্রতি মাসের শুরুতে প্রতিটি শাখায় ঋণীভিত্তিক সম্ভাব্য মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীদের তালিকা প্রদান করা হচ্ছে। শাখায় কর্মরত কেন্দ্র ব্যবস্থাপকগণ অধীম তথ্য জানতে পেরে ঋণীদের নিকট থেকে বকেয়া পাওনা আদায় করার ব্যবস্থা নিতে পারছেন। লাল প্রতিশন ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সমন্বয় ও পরিচালনা বিভাগ সম্ভাব্য মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীর সংখ্যা, ব্যালেন্সের পরিমাণ মনিটরিং ও ফলোআপের জন্য গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে। এতে করে গ্রামীণ ব্যাংক তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে।

গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত শাখা ব্যবস্থাপক মৌলিক প্রশিক্ষণে গ্রামীণ ব্যাংকার সিস্টেম পরিসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষক হিসেবে উক্ত ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকছেন গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্‌র সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ইমপ্রুভমেন্টেশন জনাব গৌরীশঙ্কর সরকার। প্রশিক্ষণ ক্লাসে যে সব বিষয়ের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেয়ার জন্য বলা হয়েছে সেগুলো হলো:

- সামারী শীট চেক করা
- কালেকশন শীট পরিচ্ছন্ন রাখা
- ঋণ ও আমানতের ব্যালেন্সিং
- কু-ঋণের ব্যালেন্সিং
- মাসতামামী ও প্রতিশনিং
- ম্যানুয়াল বন্ধ
- অটোমেশনের মাধ্যমে ১৫ নং ফরম
- ফোরকাস্টিং-ওভারভিউ ইত্যাদি

মূল ঋণ শতাংশে রাখার ব্যাপারেও উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যে কারণে প্রতিশন ব্যয় বৃদ্ধি পায় তার প্রজেকশন দেখানো হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শাখা ব্যবস্থাপকগণ উক্ত ক্লাস শেষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে— শাখা কম্পিউটারায়নের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মনে যে সব প্রশ্ন ছিল তা আজকের ক্লাসের মাধ্যমে বহুলাংশে দূর হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আজকের এ ক্লাসের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবেন। তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মাধ্যমে নতুন নতুন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আহবান জানানো হয়।

বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় জেনারেটর/HPLBU

সারা দেশে বিদ্যুতের দুর্ভাবস্থার কারণে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহে জেনারেটর/ HPLBU স্থাপন করা হয়েছে। HPLBU এর পরিচালনা গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্‌র আওতাধীন থাকায় এবং দৈনন্দিন অপারেশনে কোন খরচ না থাকায় তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রসমূহে এটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু জেনারেটর ব্যবহারে তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের প্রয়োজনকে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং গ্রায় ক্ষেত্রেই জেনারেটর চালু করা হচ্ছে না। তাছাড়া জেনারেটর নষ্ট হলেও এরিয়া/যোন কর্তৃপক্ষ মোটেও নজর দিচ্ছেন না। এতে শাখা কম্পিউটারায়নের কাজ ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি কর্মরত কম্পিউটার কর্মীদের কষ্ট অনেকাংশে বেড়ে গেছে। অনেকে মধ্যরাত্রে বিদ্যুৎ আসলে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। সমস্যা অচিরেই নিরসন করা না হলে অনেক তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র থেকে সার্ভিস প্রদান সম্ভব হবে না।



শ্রেষ্ঠ তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ও অপারেটর ২০০৭

তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র

শেরপুর(ব), ঈশ্বরদী, রাজশাহী, রামপাল, তারাগঞ্জ, মনিরামপুর, পঞ্চগড়, টাঙ্গাইল, আদিতমারী মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম, ফটিকছড়ি, মির্জাগঞ্জ, নওগাঁ, কলমাকান্দা, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, ভোলা, নোয়াখালী ও সাতার।

কম্পিউটার অপারেটর

নাম	পরিচিতি নং	কেন্দ্র	নাম	পরিচিতি নং	কেন্দ্র
তনয় কুমার দত্ত	১৭০	গোবিন্দগঞ্জ	অনিছুর রহমান	৭৪৩	রামগতি
সানোয়ার হোসেন	২২০	টাঙ্গাইল	এস.এম. ইউনুস আলী	৮১০	গোপালগঞ্জ
মোঃ ফয়জুর রহমান	২২৫	বোদা	মোঃ আকাস উদ্দীন	৮২৯	সাতার
মোঃ আইয়ুব হোসেন	২২৯	পার্কভীপুর	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	৮৫৮	মির্জাগঞ্জ
মোঃ শাহানুর ইসলাম	৩০৯	হাতিবাঁকা	মোহাম্মদ আলমগীর	৮৮৯	চকোরিয়া
মোঃ ফখরুদ্দীন হুইয়া	৩৩৮	কচুয়া	মোঃ আলমগীর হোসেন	১০১০	কিশোরগঞ্জ
মোঃ মাহবুব হাসান সিদ্দিক	৩৩৯	আড়াইহাজার	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১০৫১	বাগিয়াবাদি
মোঃ রবিউল হোসেন	৩৯৭	হাটহাজারী	দিনাকী গোলদার	১০৬৪	পিরোজপুর
শামশাখ জাহান	৪১৮	পুঠিয়া	মোঃ শফিকুল আজম	১০৬৬	আদিতমারী
মোঃ সোহেল রানা	৪২৬	জামালপুর	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	১১২০	সুজানগর
মোঃ মোস্তফা জামান	৫১১	জয়পুরহাট	মোঃ আরমান হোসেন	১১৩০	রায়পুরা
মোঃ এনায়েত হোসেন মিলন	৫৬৬	বানরীপাড়া	মোঃ আরিফুর রহমান	১১৮৭	খুলনা
এস.এম. শাহজাহান আলী	৬০১	শেরপুর (ব)	সঞ্জিব রঞ্জন রায়	১২৩০	দাগনকুইয়া
রাজীব কুমার রায়	৬৯৫	কুলাউড়া	মোঃ হাসানুজ্জামান	১৪৩২	নড়াইল
আসাদুজ্জামান	৭২৬	কাপাসিয়া			

গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার মির্জাপুরে আইসিটি বিষয়ক সেমিনার

গত ৭ই জুন '০৮ তারিখে গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার (জিডিসি), মির্জাপুরে কম্পিউটার কোর্স সমাপনী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ ও আইসিটির গুরুত্ব বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে আইসিটি সেবা সুদৃঢ় করা যায় তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন Mr. Satoshi Iijima, Professor, Mr. Osugi Takuzou, Assistant Professor, Dr. Ashir Ahmed, Research Associate Professor, SSP Research Fellow, Kyushu University, Japan, Satoshi Tanaka, JICA Expert, Sabrina Scherzer, German Intern, জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সিনিয়র ম্যানেজার, প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প, জনাব মোঃ আবিদুর রহমান, প্রভাসক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, জনাব মুহম্মদ কবীর, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, গ্লোবাল কমিউনিকেশনস্ সেন্টার, এবং জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল বাকী, সিনিয়র এমআইএস অফিসার, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্।

Kyushu University, Japan এর প্রতিনিধি দল গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ এর Rural ICT কার্যক্রমের উপর ধারণা দেয়া ও কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য উক্ত প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এপার্বর্ত গ্রামীণ

ডিজিটাল সেন্টার (জিডিসি), মির্জাপুর হতে ৩৫০ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ৪০ জন সরকারি ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি লোকাল আইএসপি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, নেট-টু-ফোন, নেট-ওয়ার্ক গেমিং, ই-মেইল, স্ক্যানিং, কম্পোজ ও প্রিন্টিং, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম, বিভিন্ন ধরনের সরকারী ফর্ম (যেমন : পাসপোর্ট, ড্রাগ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি), চাকরি সন্ধান তথ্য, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি সেবা চালু আছে। ভবিষ্যতে টেলি-লেখ কোর সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ■



Intel ভাইস প্রেসিডেন্ট এর গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার মির্জাপুর পরিদর্শন

গত ২২শে মার্চ '০৮ তারিখে ইন্টেল ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. জন চেভিসসহ উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গ্রামীণ ডিজিটাল সেন্টার (জিডিসি), মির্জাপুর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। জনাব মুহম্মদ খালেদ শামসু, চেয়ারম্যান, গ্রামীণ সলিউশানস্, জনাব এম ফয়জুর রাজ্জাক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ফাউন্ডেশন, জনাব কাজী ইসলাম, সিইও, গ্রামীণ সলিউশানস্ এবং জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সিনিয়র ম্যানেজার, প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস্ উক্ত প্রতিনিধি দলের সফরসঙ্গী ছিলেন। ■